Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501055

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Introduction to crops produced in Bengal in the early-medieval period: A research discussion in the light of ancient literature and writings

আদি-মধ্য যুগে বাংলায় উৎপাদিত ফসলের পরিচয়: প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালার আলোকে একটি গবেষণামূলক আলোচনা

Surajit Das
Researcher
AIHC&A Department
Visva-Bharati

Received on: 17th April 2026
Accepted on: 01st May 2026

Abstract:
Agriculture was one of the primary foundations of the economy in early medieval Bengal. Due to abundant rainfall, major rivers, and their numerous distributaries forming vast alluvial plains, cultivation of various crops had been easy since ancient times. Rice was one of the most important and earliest crops. Besides rice, several other crops were produced, including cotton, barley, mustard, sugarcane, and pulses such as lentils and green gram. Cotton was the most significant commercial crop. Various vegetables like brinjal, gourd, radish, taro, chili, turmeric, and pointed gourd are mentioned in Khanar Bachan. Fruits such as mango, jackfruit, pomegranate, banana, mahua, date, lemon, fig, tamarind, and coconut were widely cultivated. Information about these crops is found in texts like Raghuvamsha, Ramacharita, Kasapala, Saduktikarnamrita, Khanar Bachan, accounts of Chinese travelers Xuanzang and Faxian, and inscriptions of the Pala, Sena, Chandra, and Deva dynasties. This study analyzes these sources to understand agricultural production in early medieval Bengal.

Key Words:
আদিমধ্য যুগ, লেখমালা, প্রাচীন সাহিত্য, চাষবাস, ফসলের পরিচয়, অর্থনীতি, খাদ্যশস্য

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, অনুকূল আবহাওয়া, এবং কৃষকদের পরিশ্রম এই শর্তগুলি আদি মধ্যযুগে বাংলায় বিভিন্ন ধরনের ফসলের উৎপাদনকে সফল করে তুলেছে। প্রাচীনকাল থেকে এখনো পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে কৃষিকাজের মৌলিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এই কৃষিকাজের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল গ্রাম বা শহরের লোকজনদের বেশিরভাগ খাদ্য প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে অবশিষ্ট উৎপাদিত দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য সরবরাহ করা হতো ভৌগোলিক পটভূমি, ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, নদ-নদী এবং আবহাওয়া,

© Santiniketan Sahityapath

জলবায়ু, ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বাংলার কৃষি কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। তার ফলে বাংলার বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খুব সহজ হয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার কিছু কিছু এলাকা এবং বর্তমান বাংলাদেশের সম্মিলিত ভূখণ্ড নিয়ে প্রাচীন বাংলা গঠিত ছিল। এই বাংলা প্রাচীন কাল থেকে কয়েকটি প্রধান ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। সেগুলি হলো পুন্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ, বাঙ্গাল, সমতট এবং হরিকেল। অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন বাংলা।[১]

আলোচ্য প্রবন্ধটি বিভিন্ন লেখমালা ও প্রাচীন সাহিত্যগুলির উপর নির্ভর করে লেখা হয় কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'রামচরিত', 'কাসাপালা', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'খনার বচন' প্রভৃতি রচনায় এবং চীনা পর্যটক হিউয়েন-সাং, ফা-হি-এন প্রভৃতি বিদেশি পর্যটক বা লেখকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়াও পাল, চন্দ্র রাজবংশ, সেন রাজবংশ ও দেববংশ প্রভৃতি রাজবংশের আমলের গোবিন্দপুর তাম্রফলক, আশরাফপুর তাম্রফলক, খালিম্পুর তাম্রশাসন, অনলিয়া তাম্রশাসন, ইদিলপুর তাম্রশাসন বিভিন্ন লেখমালা থেকে আদি মধ্যযুগে উৎপাদিত ফসলের নাম জানা যায়। এই গবেষণাপত্রে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন লেখমালা ও প্রাচীন সাহিত্যগুলিকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে যে এদের মধ্য দিয়ে কীভাবে আদি মধ্যযুগে বাংলায় বিভিন্ন উৎপাদিত ফসলের পরিচয় উঠে এসেছে।

ধান:

বাংলার কৃষির ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সাহিত্যসূত্রে বাংলার কৃষি কাজের যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ধানকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা আবর্তিত হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ ধান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম শস্যগুলির একটি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] পরবর্তিকালে 'রামচরিত'[৩] ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'[৪] প্রভৃতি সাহিত্যিক রচনায় ধানের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় কৃষি বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। আদি মধ্যযুগে বাংলার শেষ রাজনৈতিক শক্তি সেনদের সময়ে বিভিন্ন শিলালিপিতে (অনলিয়া, ইদিলপুর প্রভৃতি) বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে বাংলায় প্রচীন যুগের শেষ অবধিও কৃষি বিষয়ে বিশদ ধারণা লাভের পক্ষে উৎসের স্বল্পতা রয়েছে। বিভিন্ন উপাদান থেকে জানতে পারি যে তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলে ব্যাপক ধান চাষের প্রচলন ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাস বাংলা অঞ্চলে ধান চাষের কথা উল্লেখ করেন।[৫] পরবর্তীকালে, 'রামচরিত' গ্রন্থে বাংলার বরেন্দ্রী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ধানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য সাহিত্যের উপাদান যেমন শিবের 'কাসাপালা' গান, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং খনার বাণীতে[৬] তৎকালীন সময়ে বঙ্গদেশে প্রধান প্রধান ফসলের অনেক উল্লেখ রয়েছে যেগুলি সেই সময়ে চাষ করা হতো। ইবন বতুতা তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে বাংলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ধানের চাষ হতো।[৭]

সেন রাজাদের লেখমালাতে বাংলার ধান চাষ সম্পর্কে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা আছে। লক্ষণ সেনের 'আনুলিয়া তাম্রশাসন'[৮] থেকে জানতে পারি যে, শরৎ কালে শালি ধান কাটা হয়। কেশব সেনের 'ইদিলপুর'[৯] তাম্রশাসনে ধানের কথা উল্লেখ পায়। এই সমস্ত শিলালিপিগুলিতে, ধানকে সাধারণ পরিভাষায় শালি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মানো অনেক জাতের ধানের মধ্যে একমাত্র সেরা জাতের ধান। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত কিছু পোড়ামাটির ফলক ধানক্ষেতের চিত্র অঙ্কিত আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বছরে তিন ধরনের ধানের চাষ হয় বাংলায়। প্রথমটি হলো আউস ধান, দ্বিতীয়টি আমন ধান, তৃতীয়টি বোরো ধান যা শীতকালীন ফসল হিসেবে পরিচিত। কালিদাসের 'রঘুবংশে' পরোক্ষভাবে বাংলায় এই তিন ধরনের ধান চাষের সম্পর্কে বর্ণনা করা আছে।

আখ:

আখ বাংলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। এই আখের চাষ প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে বাংলায়। মাটি এবং উপযুক্ত জলবায়ু এই অঞ্চলটিকে সমগ্র ভারতে চিনি উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিণত করেছে। আখ সাধারণত ডিসেম্বর বা জানুআরি মাসে চাষ করা হয় এবং পাঁচ থেকে ছয় মাস পর তা কেটে নেওয়া হয়। বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে এই অঞ্চলে আখ চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারা যায়। লুকান বলেছেন যে, ভারতীয়রা গঙ্গার কাছাকাছি কোমল নল গাছ থেকে মিষ্টি রস বের করত এবং তা পান করত। সুশ্রুত এবং চরক আখকে 'paundraka' বলে উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত অভিধানের অধিকাংশ ভাষ্যকার একমত যে

পুন্ড্র অঞ্চলে এই ফসলের জন্ম হয়েছে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে পাউন্ড্রক।[১০] রামচরিতে উল্লেখ আছে যে বরেন্দ্রীতে উৎকৃষ্ট জাতের আখ উৎপাদিত হতো।[১১] পরবর্তীকালে 'সদুক্তিকর্ণামৃত'এ[১২] একটি কবিতা রয়েছে যেখানে বর্ণনা করা আছে যে আখের রস থেকে তৈরি নতুন গুড়ের মিষ্টি সুগন্ধ যুক্ত এবং এছাড়াও ইকসু-যন্ত্রের কথা উল্লেখ আছে এবং এই যন্ত্রে আখকে চেপে ধরে আখ গাছ থেকে রস বেড় করা হয়।

সরিষা:

বাংলায় যে সর্ষে চাষ হতো সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু কীভাবে সর্ষে চাষ করা হয় সে সম্পর্কে আমরা কোনো সরাসরি প্রমাণ পাই না। জয়নগরের 'ভ্যাপ্পাঘোসাবত' অনুদানে সরিষার কথা পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করা আছে।[১৩]

যব:

সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি কবিতায় যবের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলায় তৎকালীন সময়ে যবও উৎপাদিত হতো।[১৪]

ভুট্টা:

বাংলার আরেকটি অর্থকারী ফসলের মধ্যে অন্যতম হলো ভুট্টা। আদি মধ্যযুগ এই ফসলের প্রমাণ পাওয়া যায় খনার একটি উক্তি থেকে। এ প্রসঙ্গে খনার উক্তিটি হলো ''যদি অর্থ উপার্জন করে ধনী হতে চান, তবে চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) ভুট্টা বপন করুন।''[১৫] এর থেকে আমরা ভুট্টা বপনের সময়কাল ও তৎকালীন সময়ে ভুট্টা যে চড়া দামে বিক্রি হতো তার প্রমাণ পাই।

তুলা:

তুলা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাচীন বাংলায় তুলার চাষের কথা জানা যায়। বস্ত্র শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সুতো। এই সুতো উৎপাদন হতো তুলা থেকে এবং তুলা হলো সুতির কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে প্রাধান কাঁচামাল। যা খ্রিস্ট্রীয় যুগের শুরু থেকে একবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এই তুলা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরবরাহ হয়ে আসছে। আদিকাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তুলা বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা হয়ে আসছে। কৌটিল্য কার্পাসিক সম্পর্কে বলেন যে 'বঙ্গো দেশীয় তুলা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হতো'[১৬] বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে আদি মধ্যযুগে সাধারণ গ্রামবাসীরা তুলার বীজের সঙ্গে পরিচিত ছিল। প্রারম্ভিক কার্য্যপদ তুলা বাগানকেও নির্দেশ করে। এটি বাংলার জনগণের কথা উল্লেখ করে মার্কো পোলো বলেছিলেন, ''তারা তুলা জন্মায় যার থেকে তারা প্রচুর ব্যবসা করে।''[১৭]

উপরোক্ত শস্যগুলি ছাড়াও বাংলায় আরো অন্যান্য ফসলের উৎপাদন হতো। তার তথ্য আমরা শিলালেখ ও সাহিত্য উপাদান থেকে পেয়ে থাকি। আদি মধ্যযুগে বাংলায় অন্যান্য বহু ফসল জন্মানোর উল্লেখও পাওয়া যায়। শিলালিপি বা বিভিন্ন সাহিত্যে সেখানে ডাল নামক কোনো শস্যের উল্লেখ নেই। ডালশস্য বাংলায় ঠিক চাষ হতো কি? বিষয়টিকে বিতর্কিত। তবে খনার বচনে ডালের কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আদি মধ্যযুগে বাংলায় ডাল উৎপন্ন হতো তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। তৎকালীন দিনে ডালকে কলাই বলা হতো। যেমন বিভক্ত মটর (কলাই) এবং কিডনি বিন (মুগ) ইত্যাদি।

আদি মধ্যযুগে বাংলায় এসব শস্য ছাড়াও বহু শাকসবজি ও ফলমূল উৎপন্ন হতো। বিভিন্ন ধরনের ফলগাছ যেমন আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, মহুয়া, খেজুর, লেবু, ডুমুর, তেঁতুল, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর জন্মাতো। পাল ও সেন রাজত্বকালের বহু লিপিতে আম ও কাঁঠালের উল্লেখ পাওয়া যায়। খনা যে সমস্থ শাক সবজির কথা বলেছেন। তা হলো, বেগুন, লংকা, মুলা, অরম, ট্রাইকোস্যান্থেস, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি। আদি মধ্যযুগে ফলেরও উৎপাদন হতো উল্লেখযোগ্য ফলগুলি হলো আম, রুটি ফল, (পানসা), ডালিম (ডালিম্বা) কলা, বাসিয়া লাটিফোলিয়া (মধুকা), খেজুর, ডুমুর (পারকাটি), তেঁতুল, নারকেল ইত্যাদি। এছাড়াও পাল এবং সেন শিলালেখ থেকে জানতে পারি যে সেই সময়ে ব্যাপকভাবে আম এবং ব্রেডফুট চাষ করা হতো। হিউ-এন-সাং তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে সেই সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনে প্রচুর পরিমাণে পানসা বা কাঁঠাল উৎপন্ন হতো এবং তিনি তৎকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য ফলের একটি তালিকা দিয়েছেন। লক্ষ্মণসেনর গোবিন্দপুর তাম্রফলকে ডালিমের উল্লেখ আছে। পাহাড়পুর পোড়ামাটির ফলকে ডালিম গাছের চিত্রটি চিত্রিত করা হয়। এটি বর্তমানে রাজশাহী সংগ্রহালয়ে দেখা যায়।

© Santiniketan Sahityapath

আদি মধ্যযুগে অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ ফসল হলো খেজুর। তৎকালীন বাংলায় খেজুর পাওয়া যেত তার প্রমাণ পাওয়া যায় খালিপুর তাম্রশাসনে।[১৮] রামচরিতে উল্লেখ আছে যে 'মাধুকা'[১৯] প্রধানত উৎপন্ন হতো উত্তরবঙ্গে। খর্গ, চন্দ্র, বর্মণ ও সেন বিভিন্ন লেখ থেকে জানতে পারি যে আদি মধ্যেযুগে বাংলায় নারিকেল চাষ হতো। আদি মধ্যযুগে সুপারি চাষ হতো তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচরিতে সুপারি চাষের উল্লেখ আছে।[২০] সুপারি চাষের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দেবকঙ্গার আশরাফপুর২ নম্বর তাম্রলকে।[২১] দেখা যায় যে বেশিরভাগ দানকৃত জমিগুলিতে নারকেল, সুপারি এবং তালের চাষ হতো। প্রাচীন আমলে বাংলার বণিকদের বড়ো কারবার ছিল সুপারি, পান ও নারকেল।

আদি-মধ্যযুগের বাংলায় যে বিভিন্ন মশলা চাষ হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় পেরিপ্লাসে। পেরিপ্লাস এ বর্ণনা করা আছে যে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে বাংলার বিপুল পরিমাণ মশলার বাণিজ্য চলত। বাংলায় উৎপাদিত মশলাগুলির পেরিপ্লাস-এর তথ্য অনুযায়ী এই সমস্ত মশলা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার কৃষিগত সমৃদ্ধি মূলত তার উর্বর গাঙ্গেয় সমভূমি, বিস্তৃত জলসম্পদ এবং অনুকূল জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল ছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকারী পাল রাজবংশের আমলে কৃষি বিভিন্ন কারণে বিশেষভাবে বিকশিত হয়। পাল শাসকেরা সক্রিয়ভাবে কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করেছিলেন। প্রারম্ভিক যুগে বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রধানত জলনির্ভর ধানচাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা গ্রামীণ উৎপাদন ও জীবিকার মূল ভিত্তি গঠন করেছিল।[২২] পাল শাসকেরা ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি দান করতেন, এবং প্রায়শই তাদের কৃষিজমি প্রদান করা হতো, যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। পাল যুগে সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরা অসংখ্য খাল, জলাধার এবং বাঁধ নির্মাণ করেন, যাতে সারা বছর জল সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, বিশেষত বর্ষাকালে। এর ফলে খরা ও বন্যার প্রভাব অনেকাংশে কমে যায় এবং খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল থাকে।

ব্রহ্মপুত্র, দামোদর নদ ও গঙ্গা-সহ বিভিন্ন উপনদী ও শাখা নদীর মতো বিস্তৃত নদী ব্যবস্থা উর্বর পলিমাটির সমভূমি সৃষ্টি করে, যা কৃষির বিস্তার এবং বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল।[২৩] বাংলার জলবায়ু ও মাটি ধান চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল, ফলে ধান প্রধান ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল শাসকেরা শুধু ধানচাষকে উৎসাহিত করেন নি, বরং চাষাবাদের কৌশলও উন্নত করেছিলেন। কৃষি সম্প্রসারণে তাঁরা জোর দেওয়ার ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়, যা একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের বিকাশকে সহায়তা করে।

উপসংহার

উপরের অধ্যয়নটি আদি মধ্যযুগে বাংলায় উৎপন্ন ফসলগুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ মতামত প্রদান করেছি। বিভিন্ন শিলালেখ, তাম্রশাসন, ল্যান্ড গ্র্যান্ড, ঐতিহাসিক রেকর্ড, দেশি ও বিদেশি সাহিত্য থেকে এই বিষয়ে এক মত হতে পারি। বিভিন্ন প্রমাণের পরিপেক্ষিতে দেখতে পাই যে অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে বাংলার অর্থনীতি আরো জোরালোভাবে কৃষির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যেমনটি আজও রয়েছে যদিও এই সময় কিছু পরিমাণ বাণিজ্য ও শিল্প তখনো চালু ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর পর যে আমরা তাম্রলেখ পাই তাতে পরোক্ষ ভাবে বলতে পারি যে এই সময় জমির দাম বর্ধিত হয়েছিল।

উপরোক্ত অধ্যয়নটি আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় কৃষি সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে তাম্রশাসন, শিলালেখ, ও প্রাচীন সাহিত্যে ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত উৎসের মাধ্যমে আদিমধ্য যুগে বাংলার ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক তথ্য সংযোজন করেছে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আবহমান কাল থেকে বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান জনপদ। সুতরাং এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ধ্যান-জ্ঞান, কর্মকাণ্ড সব ছিল কৃষিকেন্দ্রিক। এই সময়কালে, বাংলা কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি উন্নত অঞ্চল হিসাবে নিজেকে বহন করতে থাকে। তুলা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাচীন বাংলায় তুলা-সহ পান, নারিকেল, সুপারি, ভারতের বিভিন্ন অংশে রপ্তানি হতো। বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রফলক, ভূমি অনুদান, ঐতিহাসিক নথি এবং দেশি-বিদেশি সাহিত্য থেকে আমরা এ বিষয়ে একমত হতে পারি। বিভিন্ন প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে বাংলার অর্থনীতি ৪র্থ শতাব্দীর পর থেকে কৃষির উপর ভিত্তি করে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

© Santiniketan Sahityapath

তথ্য সূত্র:

1. https://en.banglapedia.org/index.php/History
2. H. Sastri, N.K Dikshit and N. P Chakravarti, eds., Epigraphia Indica Vol. XXI, reprint (New Delhi: Archaeological Survey of India, 1931), p. 83
3. R.C. Majumdar, R.G. Basak, and N.G. Banerji, eds., The Ramacaritam of Sandhyakaranandin, (Rajshahi: The Varendra Research Museum, 1939), p. 91
4. Ramavatara Sharma, ed., Saduktikarnamrita by Shridhar Dasa (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1912), p. 136
5. H. D. Velankar. ed., Raghuvamsa of Kalidasa, IV (Bombay: Nirvana Sagar Press 1943) p. 37
6. T. C Dasgupta, Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature (Calcutta: University of Calcutta, 1935), p. 225-26
7. Ibn Batuta, The Rehla of Ibn Batuta, trans. M. Hussain (Baroda: Oriental Institute, 1976), P. 234
8. Majumdar, ed., Inscriptions of Bengal, 85
9. Majumdar, ed., Inscriptions of Bengal, 124
10. The Journal of the Bihar and Orissa Research Society (Patna: Bihar and Orissa Research Society, 1987), 437-8
11. Majumdar, Basak, and Banerji, 91
12. Niharranjan Ray, Bangalir Itihas: Adi Parva, Part I (Calcutta: Saksharata Prakashan, 1980), 136, 176
13. F.W Thomas, ed., Epigraphia Indica Vol. XVII, reprint (New Delhi: Archaeological Survey of India, 1982), 60
14. Majumdar, 48
15. Marco Polo, Marco Polo's Travels: The Book of Ser Marco Polo, trans. Colonel Sir Henry Yule, 3rd edition, (London, 1903), 115
16. Sircar, D. C., Indian epigraphy. Delhi: Motilal Banarsidass, 1965, pp. 213-215
17. Polo, Marco. The Travels of Marco Polo. Translated by Ronald Latham. London: Penguin Books, 1958, pp. 397–399
18. Maitreya, Gaur Lekhamala, 9
19. Majumdar, Basak, and Banerji, 94
20. Majumdar, Basak, and Banerji, 93
21. The Ashrafpur Copper Plate of Devakharga," in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal: Vol 1 (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1905), 85
22. Chattopadhyaya, B. D., The making of early medieval India. New Delhi: Oxford University Press, 1994, pp. 103-108
23. Thapar, R., Early India: From the origins to AD 1300. Berkeley: University of California Press, 2002, pp. 444-447

—

© Santiniketan Sahityapath